গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.berc.org.bd

স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১৮.৯৯.০০১.২৩. ৪৬২৪ তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

বিষয়: "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এলপিজি নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২৪" সংক্রান্ত গেজেট প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহন ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহারজনিত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এলপিজি নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২৪" সংক্রান্ত গেজেটটি জনস্বার্থে প্রচারের নিমিত্ত এসাথে প্রেরণ করা হলো। গেজেটের কপি কমিশনের ওয়েবসাইট (www.berc.org.bd) হতেও সংগ্রহ করা যাবে।

সংযুক্তি: গেজেটের কপি (সেট)।

ব্যারিস্টার মোঃ খলিলুর রহমান খান
সচিব, বিইআরসি
ফোন. ০২-৫৫০১৪০০৭
ই-মেইল: secy@berc.org.bd

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), পেট্রোসেন্টার, ৩ কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম-৪১০০। [ঢাকা লিয়াঁজো অফিসঃ যমুনা ভবন, ২ কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫]।
৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৫। নিয়ন্ত্রক (হোটেল ও রেস্তোরাঁ সেল), বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ফ্লোর # ১৯, ভবন # ০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৮ তলা), ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, ১১৬/ক তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল, আইইবি ভবন (১২ তলা), রমনা, ঢাকা-১০০০।
১১। বিভাগীয় প্রধান, কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।
১২। বিভাগীয় প্রধান, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।
১৩। বিভাগীয় প্রধান, পিএমআরই বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।
১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, প্লট-২৭, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।
১৫। জেলা প্রশাসক, ________
১৬। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
১৭। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ৩৮-৪৬ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০।
১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
১৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, লেভেল ১০, পেট্রোসেন্টার, ৩ কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

২০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, পেট্রোসেন্টার (লেভেল-১৩), ৩, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা।

২১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, গ্যাস ভবন, মেন্দিবাগ, সিলেট।

২২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ১৩ তলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

২৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, পেট্রোসেন্টার (লেভেল-১৩), ৩, কারওরান বাজার বা/এ , ঢাকা।

২৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা), ঢাকা-১২১৫।

২৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, মেঘনা ভবন, ১৩১, মতিঝিল সি/এ, ঢাকা।

২৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, যমুনা ভবন,২ কারওরান বাজার সি/এ, ঢাকা-১২১৫।

২৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, গুপ্তখাল, এয়ারপোর্ট রোড, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম-৪২০৫।

২৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপি গ্যাস লিঃ, নর্থ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম-৪২০৪।

২৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প্লট নং- ২৩-২৬, রোড নং- ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

৩০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা-১০০০।

৩১। প্রেসিডেন্ট, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ৮/৬, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৩২। সভাপতি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ২০৫-২০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৯।

৩৩। সভাপতি, এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ, বাড়ী নং-২, ব্লক নং-২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

৩৪। প্রেসিডেন্ট, এলপিজি অপারেটরস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বেভারলি হিলস্ (ফ্লাট বি ৫), ৯৮/বি গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা ১২১২।

৩৫। সভাপতি, এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, হোল্ডিং নং: ক-৪৫/২, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা।

৩৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড, ১২৫/এ, রোড নং-০২, ব্লক-এ, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

৩৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, ওমেরা হাউজ, এসডব্লিউ (বি) ১৬, রোড-৯, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৩৮। সিইও, লাফস্ গ্যাস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ১০ পারমানেন্ট পোর্ট আই/এ, মংলা পোর্ট, মংলা, বাগেরহাট।

৩৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএম এনার্জি (বিডি) লিমিটেড, ১২০৬/এ, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, বায়েজিদ থানা রোড, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম-৪২১০।

৪০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেক্সিমকো এলপিজি ইউনিট-১ লিমিটেড, ১৭ ধানমন্ডি, রোড নং-২, ঢাকা-১২০৫।

৪১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড, ৭৯, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ স্মরণী, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা-১২০৮।

৪২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রিমিয়ার এলপি গ্যাস লিমিটেড, গ্লাস হাউস, লেভেল-০৩, ব্লক-এসই (বি), প্লট নং-০২, গুলশান-০১, ঢাকা ১২১২।

৪৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পেট্রোম্যাক্স এলপিজি লিমিটেড, ইয়ুথ টাওয়ার (৮ম তলা), ৮২২/২, রোকেয়া সরণি, ঢাকা-১২১৬।

৪৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা ফ্রেশ এলপিজি লিমিটেড, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ-১৫, রোড-৩৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৪৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওরিওন গ্যাস লিমিটেড, ১৫৩-১৫৪, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা।

৪৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা স্পেসটেক জয়েন্ট ভেঞ্চার লিমিটেড, রূপায়ন গোল্ডেন এইজ (৩য় তলা), ৯৯ গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

৪৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেলটা এলপিজি লিমিটেড, টি. কে. ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

৪৮। মহাপরিচালক, এসকেএস এলপিজি, লেভেল-৬, রাওয়া কমপ্লেক্স, ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

৪৯। চেয়ারম্যান, নাভানা এলপিজি লিমিটেড, ২১৪/ডি (৩য় তলা), তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮।

৫০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রমিতা ওয়েল এন্ড গ্যাস লিমিটেড, ১৩৮/১, বানার ভবন (৮ম তলা) তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা-১২০৮।

৫১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রীন টাউন এলপি গ্যাস লিমিটেড, এ্যামবন কমপ্লেক্স (লেভেল ১৪), ৯৯ মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

চলমান পাতা-৩

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা
www.berc.org.bd

তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

৫২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিজ গ্যাস লিমিটেড, ইউনিক হাইটস্ (লেভেল-১১), ১১৭, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা-১২১৭।

৫৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিটেক্স এলপি গ্যাস লিমিটেড, সায়হাম টাওয়ার (১১ তলা), বাসা-৩৪, রোড-১৩৬, ব্লক-এসই (সি-১), গুলশান মডেল টাউন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৫৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিভার্সেল গ্যাস এন্ড গ্যাস সিলিন্ডার লিমিটেড, হাউজ-৫১৪ (৪র্থ তলা), রোড-০৯, ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা।

৫৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউরো-পেট্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড, লেভেল-৮ (দক্ষিণ), প্লট-২, রোড-১৪৪, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড শপিংমল, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৫৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিন হাবিব বিডি লিমিটেড, বিএম হাইটস্ (৯ম তলা), ৩১৮ শেখ মুজিব রোড, বাদামতলী, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম।

৫৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অর্কিড এনার্জি লিমিটেড, ৩৩, সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৫৮। চেয়ারম্যান, এস.এল কর্ণফুলী এলপিজি লিমিটেড, ৯ গোশালডাঙ্গা, বারিক মিয়া স্কুল লেন, বন্দর, চট্টগ্রাম।

৫৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা এলপিজি লিমিটেড, ৭/এ, ফাতেমা টাওয়ার (৫ম তলা), রোড এবং লেন নং-২, ব্লক নং-জি, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

৬০। স্বত্বাধিকারী, এইচ.এম রহমান এলপি গ্যাস প্ল্যান্ট লিমিটেড, ২৫৬/২৫৭, এইচ. এম. রহমান টাওয়ার ভক্তরপাড়া, ফেনী।

৬১। ম্যানেজিং পার্টনার, হাজী নজির আহমেদ এলপি গ্যাস, ৪৪৩, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, মহীপাল, ফেনী।

৬২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রা:) লিঃ, টি.কে. ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

৬৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দুবাই-বাংলা এলপি গ্যাস লিঃ, ২৮ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

৬৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনাইটেড এলপিজি লিঃ, ইউনাইটেড হাউজ, মাদানি এভিনিউ, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা-১২১২।

৬৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিএমএসএস এলপিজি লিঃ, আমান উল্লাহ ট্রেড সেন্টার, লেভেল: ৪, প্লট: ৬ (পুরাতন); ২৬ (নতুন), গুলশান-২ চত্বর, ঢাকা ১২১২।

৬৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেঙ্গল এলপিজি লিঃ, বেঙ্গল হাউজ, ৭৫ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৬৭। সভাপতি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স, ডিস্ট্রিবিউটর্স, এজেন্টস এন্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স এসোসিয়েশন; ৮০/২ কাকরাইল, ভিআইপি রোড (৪র্থ তলা); ঢাকা-১০০০।

৬৮। সভাপতি, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, আল-রাজি, কমপ্লেক্স (রয়েল গ্রুপ), ১৬৬-১৬৭, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা- ১০০০।

৬৯। সভাপতি, বাংলাদেশ হাউস এন্ড ফ্ল্যাট ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, সেঞ্চুরি আর্কেড (৪র্থ তলা), ১২০ আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা।

৭০। ______________

স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১৮.৯৯.০০১.২৩. ৪৬২৪ তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

০১। পরিচালক (অর্থ ও হিসাব/পেট্রোলিয়াম/বিদ্যুৎ/গ্যাস), বিইআরসি, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিইআরসি, ঢাকা [মাননীয় চেয়ারম্যানের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। উপপরিচালক (সকল), বিইআরসি, ঢাকা।
০৪। সহকারী পরিচালক (সকল), বিইআরসি, ঢাকা।
০৫। সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম) ও আইসিটি, বিইআরসি, ঢাকা [গেজেটটি কমিশনের ওয়েব সাইটে (berc.org.bd) প্রকাশের অনুরোধসহ]।

ব্যারিস্টার মোঃ খলিলুর রহমান খান
সচিব, বিইআরসি

CamScanner

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৭, ২০২৪

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৪ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি হিসেবে এলপিজি'র ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহস্থালি থেকে শিল্প প্রায় সকল ক্ষেত্রে জ্বালানি চাহিদা মেটাতে এলপিজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নম্বর আইন) এর ধারা ২২ (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এলপিজি'র ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর ব্যবসায়িক পরিবেশ, বাজার স্থিতিশীলতা, অপারেটর, ডিস্ট্রিবিউটর, খুচরা বিক্রেতা, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীসহ সকল ব্যবহারকারীর সার্বিক সুবিধা এবং সকল ক্ষেত্রে এলপিজি'র নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করলো:

১.০ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

১.১ এ নির্দেশিকা 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এলপিজি নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২৪' নামে অভিহিত হবে;

১.২ এ নির্দেশিকা ১ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২.০ সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, নির্দেশিকাতে-

২.১ "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

২.২ "এলপিজি" অর্থ লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

CamScanner

৩.০ এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা:

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ প্রযোজ্য সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ করা যাবে না।

৩.২ এলপিজি সিলিন্ডার পরিষ্কার, শুষ্ক ও সমতল স্থানে খাড়াভাবে রাখতে হবে।

৩.৩ মজুদাগারের মেঝেতে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩.৪ ভবনের মাটির নিচে, নর্দমা, গর্ত ইত্যাদি জায়গায় এলপিজি সিলিন্ডার মজুদ করা যাবে না। যেখানে গ্যাস জমা হতে পারে সেই স্থান হতে দূরে ভূ-তল বা উহার উপরের স্তরে গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ করতে হবে।

৩.৫ এলপিজিপূর্ণ কোনো সিলিন্ডারকে অত্যধিক তাপে রাখা যাবে না।

৩.৬ মজুদাগারের ভিতরে ও বাইরে সহজলভ্য স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে।

৩.৭ এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার/খালি সিলিন্ডার মজুদের সময় উহার ভাল্ভ বন্ধ করে রাখতে হবে।

৩.৮ এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ অথবা পরিবহনের সময় উহাতে ভাল্ভ ক্যাপ বা প্লাগ ব্যবহার করতে হবে।

৩.৯ এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগারের অভ্যন্তরে ফ্লেইমপ্রুফ বৈদ্যুতিক বাতি বা উহার সরঞ্জামাদি ব্যতীত অন্য কোনো বৈদ্যুতিক মিটার, বোর্ড, সুইচ, ফিউজ, প্লাগ, সকেট, সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতি বা খোলা বাতি স্থাপন বা ব্যবহার করা যাবে না।

৩.১০ এলপিজি সিলিন্ডারকে আঘাত করা, উঁচু স্থান হতে ছুড়ে ফেলা, ধাক্কা দিয়া ফেলে দেওয়া, গড়িয়ে অথবা তাপ প্রয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

৩.১১ এক সিলিন্ডার হতে অন্য সিলিন্ডারে বা বহনযোগ্য কোনো পাত্রে এলপিজি ভর্তি করা যাবে না।

৩.১২ এলপিজি মজুদাগারে নিম্নবর্ণিত সতর্কবাণী ও প্রতীক ব্যবহার করতে হবে:

অতি প্রজ্বলনীয় গ্যাস

খোলা শিখা নিষিদ্ধ

ধূমপান নিষিদ্ধ

CamScanner

৩.১৩ এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার কোনো দাহ্য পদার্থ, অতি প্রজ্জ্বলনীয় বা ক্ষয়কারী পদার্থ বা অন্য কোনো গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারের সাথে একত্রে বহন করা যাবে না।

৩.১৪ এলপিজি মজুদ অথবা হ্যান্ডলিং করা হয় এইরূপ কোনো স্থানে অথবা এলপিজি পরিবহন যানে অথবা উহার সন্নিকটে ধূমপান করা যাবে না এবং দিয়াশলাই, আগুন, বাতি জ্বালানো বা আগুন জ্বালাতে সক্ষম এমন কোনো দাহ্য পদার্থ আনা যাবে না।

৪.০ এলপিজি রিটেইলার কর্তৃক এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশনা:

৪.১ তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী ১০০ (একশত) কিলোগ্রামের উর্ধ্বে এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের ক্ষেত্রে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৪.২ অতি প্রজ্জ্বলনীয় অথবা ক্ষয়কারী কোনো বস্তুর সাথে এলপিজি সিলিন্ডার রাখা যাবে না।

৪.৩ এলপিজি সিলিন্ডার পরিষ্কার, শুষ্ক ও সমতল স্থানে খাড়াভাবে রাখতে হবে।

৪.৪ এলপিজিপূর্ণ কোনো সিলিন্ডারকে অত্যধিক তাপে রাখা যাবে না।

৪.৫ গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার/খালি সিলিন্ডার মজুদের সময় সিলিন্ডারের সেফটি ক্যাপ লাগিয়ে রাখতে হবে।

৪.৬ এলপিজি সিলিন্ডার নাড়াচাড়া করার সময় প্রয়োজনীয় সকল সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে সিলিন্ডার ও এর ভাল্ভ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৪.৭ এলপিজি সিলিন্ডারকে আঘাত করা, উঁচু স্থান হতে ছুড়ে ফেলা, ধাক্কা দিয়া ফেলে দেওয়া, গড়ানো অথবা তাপ প্রয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

৪.৮ এক সিলিন্ডার হতে অন্য সিলিন্ডারে বা কোনো বহনযোগ্য পাত্রে এলপিজি ভর্তি করা যাবে না।

৪.৯ যে কোনো যানবাহনে এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের সময় সিলিন্ডার খাড়াভাবে রাখতে হবে।

৪.১০ ফুটপাত বা যাতায়াতের রাস্তায় কোনো অবস্থাতেই এলপিজি সিলিন্ডার রাখা যাবে না।

৫.০ গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য নির্দেশনা:

৫.১ এলপি গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার ক্রয়ের পূর্বে লক্ষ্যণীয়:

৫.১.১ অনুমোদিত কোম্পানির থার্মোসিল লাগানো আছে কি-না ও সেফটি ক্যাপ যথাস্থানে আটকানো আছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে।

থার্মোসিল

সেফটি ক্যাপ

৫.১.২ এলপি গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারের ওজন যথাযথ আছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে (ব্যাখ্যা: টেয়ার/খালি সিলিন্ডার এর ওজন + এলপি গ্যাস এর ওজন হবে এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ ওজন)।

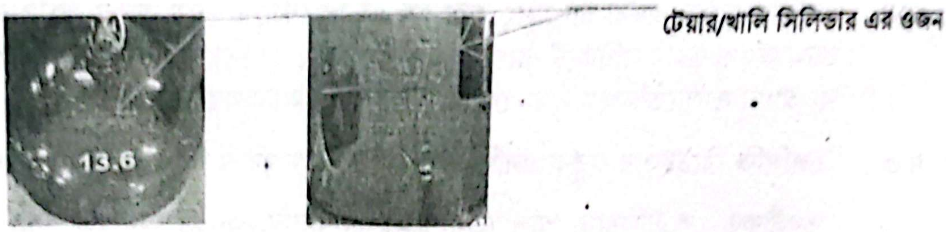

উপরিউক্ত ১২ কেজি এলপি গ্যাস পূর্ণ সিলিন্ডার দুটির সম্পূর্ণ ওজন হবে যথাক্রমে ২৫.৬ কেজি [১৩.৬ কেজি (টেয়ার ওজন)+১২ কেজি (এলপি গ্যাসের ওজন)] ও ২৫.২ কেজি [১৩.২ কেজি (টেয়ার ওজন)+১২ কেজি (এলপি গ্যাসের ওজন)]

৫.২ এলপি গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৫.২.১ সিলিন্ডার সর্বদা খাড়া অবস্থায় ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করে এরূপ সমতল স্থানে রাখতে হবে। আন্ডারগ্রাউন্ড, গ্যারেজ বা সিঁড়িঘরের নিচে, কিচেন কেবিনেট বা আবদ্ধ স্থানে এলপিজি সিলিন্ডার রাখা যাবে না।

৫.২.২ ব্যবহার হচ্ছে এমন সিলিন্ডারের পাশে অব্যবহৃত/স্ট্যান্ডবাই সিলিন্ডার রাখা যাবে না।

৫.২.৩ অব্যবহৃত সিলিন্ডারের (পূর্ণ বা খালি) ভাল্বের উপরে সেফটি ক্যাপ সর্বদা লাগিয়ে খোলামেলা নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।

৫.২.৪ চুলা সিলিন্ডার থেকে কমপক্ষে ০৬ (ছয়) ইঞ্চি উপরে অদাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি প্ল্যাটফর্মে রাখতে হবে ও মানসম্মত হোস পাইপের সাহায্যে সিলিন্ডারটি চুলা হতে অন্তত ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) ফিট দূরে স্থাপন করতে হবে।

৫.২.৫ বিএসটিআই অনুমোদিত এলপিজি ব্যবহার উপযোগী হোস পাইপ, ও-রিং, রেগুলেটর ইত্যাদি যন্ত্রাংশ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নষ্ট বা জীর্ণ হোস পাইপ কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাবে না।

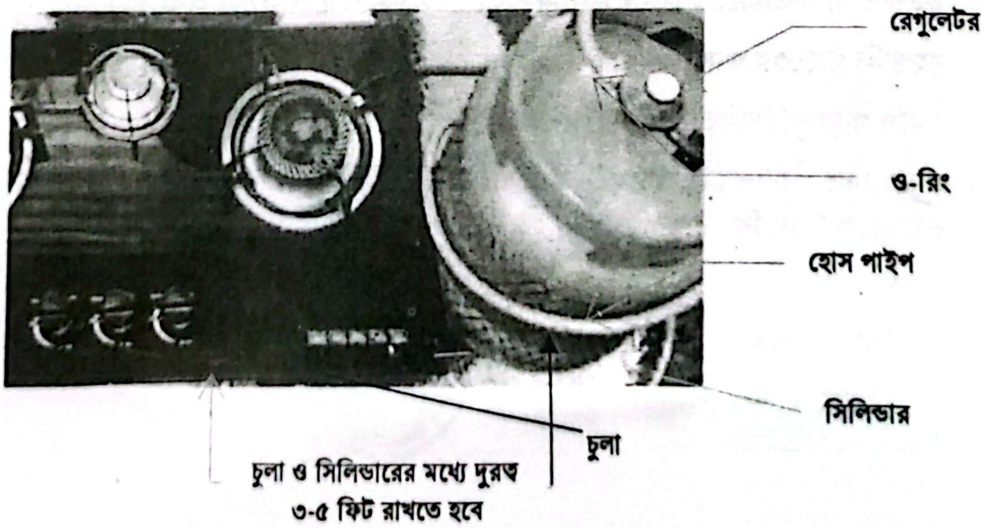

CamScanner

৫.২.৬ শুধুমাত্র অনুমোদিত ভালো মানের চুলা ব্যবহার করতে হবে।

৫.২.৭ সিলিন্ডারের ভাল্ভের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেগুলেটর ব্যবহার করতে হবে।

৫.২.৮ রান্না শুরুর আধাঘন্টা আগে রান্না ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে।

৫.২.৯ এলপিজি'র জন্য নিচে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে (ব্যাখ্যা: এলপিজি বাতাসের চেয়ে ভারি হওয়ায় তা নিচের দিকে জমা হয়)।

৫.২.১০ কোনোভাবেই রান্না ঘরে কেরোসিন বা অন্যান্য দাহ্য পদার্থ মজুদ করা যাবে না।

৫.২.১১ সাধারণভাবে প্রতি দুই বছর অন্তর হোস পাইপ প্রতিস্থাপন করতে হবে। এলপিজি চুলা ও সিলিন্ডার সংক্রান্ত সকল যন্ত্রাংশ বছরে একবার পরীক্ষা করতে হবে।

৫.২.১২ গ্যাস সিলিন্ডার পরিবর্তনের সময় অবশ্যই চুলা বন্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২.১৩ বাচ্চাদের চুলা ও সিলিন্ডার হতে দূরে রাখতে হবে।

৫.২.১৪ হোস পাইপ লিক হয়েছে কি-না তা সাবান পানি দিয়ে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে হবে।

৫.২.১৫ রান্না ঘরের মধ্যে নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী যথা-গ্যাস ডিটেকটর, ফায়ার এক্সটিংগুইসার, ভেজা চটের বস্তা/কাপড় ইত্যাদি রাখতে হবে।

৫.২.১৬ একটি সিলিন্ডার থেকে একাধিক সংযোগ দেয়া যাবে না।

৫.৩ এলপি গ্যাসের গন্ধ পাওয়া গেলে করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৫.৩.১ অতি দ্রুত চুলা বন্ধ করে দিতে হবে ও রেগুলেটর খুলে ফেলতে হবে।

৫.৩.২ কখনোই আগুন দিয়ে লিকেজ পরীক্ষা করা যাবে না।

৫.৩.৩ সিলিন্ডারের ভাল্ভের ওপর সেফটি ক্যাপ লাগিয়ে রাখতে হবে।

৫.৩.৪ জমাটবদ্ধ গ্যাস দ্রুত বের হয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে রান্নাঘরের সকল দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে।

৫.৩.৫ ইলেক্ট্রিক সুইচ অফ/অন করা যাবে না। বাসা/বাড়ির মেইন ইলেক্ট্রিক সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে।

৫.৩.৬ সিলিন্ডারের আশেপাশে অথবা গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এরূপ স্থানে কোনো অবস্থাতেই আগুন জ্বালানো বা ধূমপান করা যাবে না।

৫.৩.৭ সিলিন্ডারটি সম্ভব হলে জনসমাগম স্থানের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে হবে।

৫.৩.৮ সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটর, রিটেইলার, অপারেটরের হটলাইন অথবা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাদের সহযোগিতা নিতে হবে।

CamScanner

৫.৪ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হলে করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৫.৪.১ কোথাও অনাকাঙ্খিত অগ্নিশিখার উদ্ভব হলে সেই জায়গায় তাৎক্ষণিকভাবে ভেজা কাপড় বা চটের বস্তা দিয়ে আগুন নির্বাপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৪.২ প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস পৌছানোর আগ পর্যন্ত দুর্ঘটনা মোকাবেলার স্বার্থে ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করতে হবে।

৬.০ হোটেল-রেস্তোরাঁ/বাণিজ্যিক গ্রাহকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা:

৬.১ এলপি গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৬.১.১ ভবন/স্থাপনার চলাচলের প্রধান সিঁড়ি বা জরুরি বহির্গমনের সিঁড়িতে কোনো অবস্থাতেই এলপিজি সিলিন্ডার রাখা যাবে না।

৬.১.২ হোটেল-রেস্তোরাঁর কেবিনে বাতাস চলাচলের জন্য উপযুক্ত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬.১.৩ রান্না ঘরের মধ্যে নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী যথা: গ্যাস ডিটেকটর, ফায়ার এক্সটিংগুইসার ইত্যাদি রাখতে হবে।

৬.১.৪ হোটেল-রেস্তোরাঁয় কমার্শিয়াল বার্নার ব্যবহার করতে হবে। বার্নারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেগুলেটর ব্যবহার করতে হবে।

৬.১.৫ অতিরিক্ত গ্যাস বের করার জন্য এলপিজি সিলিন্ডারে কখনোই তাপ দেয়া যাবে না বা গরম পানিতে সিলিন্ডার ডোবানো যাবে না বা সিলিন্ডার কাত করে বা হেলিয়ে রাখা যাবে না।

৬.১.৬ এলপিজি'র জন্য নিচে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে (ব্যাখ্যা: এলপিজি বাতাসের চেয়ে ভারি হওয়ায় তা নিচের দিকে জমা হয়)।

৬.১.৭ হোটেল-রেস্তোরাঁ স্থাপন করার সময় এ নির্দেশনার শর্তাবলী পরিপালনপূর্বক চুলা ও এলপিজি সিলিন্ডার রাখার স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

৬.১.৮ হোটেল-রেস্তোরাঁর কর্মচারীদের এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৬.১.৯ সিলিন্ডার সর্বদা খাড়া অবস্থায় ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করে এরূপ সমতল স্থানে রাখতে হবে। আন্ডারগ্রাউন্ড, গ্যারেজ বা সিঁড়িঘরের নিচে, কিচেন কেবিনেট বা আবদ্ধ স্থানে এলপিজি সিলিন্ডার রাখা যাবে না।

৬.১.১০ প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে সকলকে জানাতে হবে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস পৌছানোর আগ পর্যন্ত দুর্ঘটনা মোকাবেলার স্বার্থে ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করতে হবে।

CamScanner

৭.০ **রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিজি মজুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা:**

৭.১ ট্যাংক বা গুচ্ছ সিলিন্ডার কোনো বসত বাড়ির ভিতর, সিঁড়ির নিচে, বিল্ডিং এর বেইজমেন্ট, কোনো গভীর নালা বা অন্য কোনো নিচু স্থানের নিকটে (যেখানে ছিদ্র হতে নিঃসৃত এলপিজি বাতাসের সাথে মিশে যেতে বাধাগ্রস্ত হয়) এমন কোনো স্থানে স্থাপন করা যাবে না।

৭.২ স্থাপনার চারিদিকে কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত জায়গা পাকা করতে হবে ও পাকা অংশের বাইরের দিকে কমপক্ষে ২ মিটার পরিমাণ জায়গা বৃক্ষ, গুল্ম ও লম্বা ঘাস মুক্ত রাখতে হবে।

৭.৩ ৫০০ কিলোগ্রামের অধিক এলপিজি'র মজুদাগার হতে কোনো ভবন, জনসমাগমস্থল বা রাস্তার মধ্যে নিম্নলিখিত ফাঁকা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং উক্ত ফাঁকা জায়গায় কোনো অননুমোদিত লোকজন প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না:

গ্যাসের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)		ন্যূনতম দূরত্ব (মিটারে)
৫০১ - ১০০০	....	৩
১০০১ - ৪০০০	....	৫
৪০০১ - ৮০০০	....	৭
৮০০১ - ১২০০০	....	৯
১২০০০ এর উর্ধ্বে	....	১০

৭.৪ - আগুনের উৎস, দাহ্য তরলের মজুদ বা অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ হতে ৫ মিটার দূরে সিলিন্ডার রাখতে হবে।

৭.৫ কাস্ট আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা নির্মিত কোনো ফিটিংস গ্যাস সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

৭.৬ ট্যাংক/গুচ্ছ সিলিন্ডার স্থাপনের ক্ষেত্রে এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি-১৩১ হতে বিধি-১৩৭ এর নির্দেশনাসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৭ ট্যাংক/গুচ্ছ সিলিন্ডার হতে পাইপের মাধ্যমে এলপিজি সরবরাহের ক্ষেত্রে এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি-১৩৮ হতে বিধি-১৪০ এর নির্দেশনাসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৮ রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে পাইপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি-১৪১ হতে বিধি-১৪৩ ও গ্যাস মিটার স্থাপনের ক্ষেত্রে এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি-১৪৪ এর নির্দেশনাসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

CamScanner

৭.৯ ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ভবনে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা রাখতে হবে।

৭.১০ কমপক্ষে ২টি বহনযোগ্য ৬ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার ফায়ার এক্সটিংগুইসার (মনোমিটার টাইপ) ট্যাংক/গুচ্ছ সিলিন্ডার মজুদ ব্যবস্থার ৪ মিটারের মধ্যে ব্র্যাকেটে দৃশ্যমান স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.১১ ট্যাংক/গুচ্ছ সিলিন্ডার মজুদ রয়েছে এইরূপ ভবনে সতর্ক সংকেত ''ধূমপান নিষেধ'' নোটিশ দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে বা সাইনবোর্ড আকারে স্থাপন করতে হবে।

৭.১২ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ভবনে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরীদের অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.১৩ অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮.০ অটোগ্যাস স্টেশনের জন্য নির্দেশনা:

৮.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ প্রযোজ্য সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৮.২ অটোগ্যাস স্টেশন হতে মোটরযান বা অন্য কোনো স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত সিলিন্ডার ব্যতীত অন্য কোনো সিলিন্ডার বা বহনযোগ্য পাত্রে এলপিজি ভর্তি করা যাবে না।

৮.৩ মোটরযান বা অন্য কোনো স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার্য এলপিজি সিলিন্ডার সঠিকভাবে স্থাপিত না থাকলে (সিলিন্ডারের সেফটি রিলিফ ভাল্ভ উহার বাষ্পীয় অংশের সাথে সরাসরি সংযুক্ত অবস্থায় না থাকলে) উক্ত সিলিন্ডারে এলপিজি সরবরাহ করা যাবে না।

৮.৪ জ্বালানি ভর্তিকরণের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো মোটরযান ডিসপেনসারের ৩ (তিন) মিটারের মধ্যে থামিয়ে রাখা যাবে না।

৮.৫ এলপিজি স্টেশনের সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও সক্রিয় রাখতে হবে।

৮.৬ জ্বালানি সরবরাহে ব্যবহৃত ডিসপেন্সারের সন্নিকটে ও সহজে দৃশ্যমান স্থানে এলপিজি ভর্তিকরণে পালনীয় নিরাপত্তা নির্দেশনাসমূহ টাঙ্গানো থাকতে হবে।

৮.৭ গাড়িতে সংযুক্ত কোনো সিলিন্ডারের ধারণ ক্ষমতার ৮০ শতাংশের বেশি ভর্তি করা যাবে না।

৮.৮ এলপিজি রিফুয়েলিং করার সময় কোনো অগ্নি উৎস রিফুয়েলিং কার্যক্রমের ৬ মিটার এর মধ্যে আনা যাবে না।

৮.৯ জ্বালানি রিফুয়েলিং স্থানের কাছাকাছি জায়গায় এই মর্মে একটি সতর্কবাণী স্থাপন করতে হবে যে, ''জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রমের ৬ মিটার এর মধ্যে ধূমপান বা খোলা আগুন নিষিদ্ধ'' এবং উক্ত সতর্কবাণী এমনভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে তা ৩০ মিটার দূরত্ব হতে সহজে পাঠযোগ্য হয়।

CS CamScanner

৮.১০ "মোটর বন্ধকরণ", "ধূমপান নিষিদ্ধ", "খোলা আগুন নিষিদ্ধ", "দাহ্য গ্যাস" অভিব্যক্তি সম্বলিত সতর্কবাণী রিফুয়েলিং স্টেশন এলাকায় স্থাপন করতে হবে।

৮.১১ এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.১২ এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী উক্ত স্টেশনের কর্মচারীদের এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার কার্যপদ্ধতি অনুসরণ, উল্লিখিত কার্যপদ্ধতির সম্ভাব্য বিপদ চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যে সক্ষমতা অর্জনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

৮.১৩ অগ্নিকান্ড বা এলপিজির অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য কর্মীদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যার মধ্যে কোল্ড বার্ন মোকাবেলার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৮.১৪ এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী এলপিজি স্টেশনের কর্মচারীদের জন্য প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে একবার পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষণরত কর্মচারীর পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবেন।

৯.০ অটোগ্যাস ব্যবহারকারীর প্রতি নির্দেশনা:

৯.১ শুধুমাত্র অনুমোদিত কনভার্সন কিট ব্যবহার করতে হবে ও এলপিজি সিলিন্ডার মোটর গাড়িতে স্থায়ীভাবে লাগাতে হবে।

৯.২ গাড়ি নিরাপদ স্থানে পার্কিং করতে হবে। গাড়িতে কাজ করার সময় গাড়িটি কোনো ড্রেন বা গর্তের উপর রাখা যাবে না। গাড়িকে ইগনিশনের সমস্ত উৎস থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।

৯.৩ এলপিজি চালিত গাড়ির বডি বা অন্যান্য অংশে যে কোনো Hot Work শুধুমাত্র অনুমোদিত ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা করাতে হবে। এলপিজি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এলপিজি সিস্টেমে কোনো Hot Work করা যাবে না।

৯.৪ এলপিজি ট্যাংক, কন্টেইনার, সিলিন্ডার এবং পাইপিং সিস্টেম নিয়মিতভাবে প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর পরীক্ষা করে কোনো লিকেজ আছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে। তবে তার আগেই কোনো ট্যাংক, কন্টেইনার বা পাইপিংয়ে লক্ষণীয় বিকৃতি পরিলক্ষিত হলে তা অবিলম্বে পরীক্ষা করে তার ব্যবহার উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

CamScanner

১০.০ এলপিজি পরিবহনের ক্ষেত্রে এলপিজি অপারেটর ও ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রতি নির্দেশনা:

১০.১ সড়ক পথে এলপিজি পরিবহনের ক্ষেত্রে নির্দেশনা:

১০.১.১ এলপিজি পরিবহন যানে "ধূমপান বা আগুন নিষিদ্ধ" সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড অথব লেবেল লাগাতে হবে, যার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হবে অন্যূন ২৫ বর্গ সে. মি.।

১০.১.২ এলপিজি পরিবহন যানে বিপজ্জনক পদার্থ সংক্রান্ত ২৮৯ বর্গ সে. মি. (১৭ সে. মি. × ১৭ সে. মি.) আকৃতির লেবেল লাগাতে হবে।

১০.১.৩ পরিবহন যানে এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার ভর্তি ও খালাসের সময় ধূমপান ও উন্মুক্ত আলো ব্যবহার করা যাবে না এবং প্রজ্বলনীয় এলপিজি বহন করা হচ্ছে মর্মে যানের তিন পার্শ্বে স্পষ্টভাবে বাংলায় সতর্ক সংকেত প্রদর্শন করতে হবে।

১০.১.৪ সড়কপথে সিলিন্ডারে এলপিজি পরিবহনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ৩০ লিটার পর্যন্ত এলপিজি দ্বারা পূরণকৃত সিলিন্ডার দুই স্তরের বেশি রাখা যাবে না। ৩০ লিটারের অধিক এলপিজি দ্বারা পূরণকৃত সিলিন্ডার এক স্তরের বেশি রাখা যাবে না।

১০.১.৫ সিলিন্ডারের শীর্ষে ভারী বস্তু রাখা যাবে না।

১০.১.৬ প্রত্যেক পরিবহন যানে কমপক্ষে ৭ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড বা ১১ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাই কেমিক্যাল ধরণের অগ্নিনির্বাপক চালকের নাগালে রাখতে হবে।

১০.১.৭ কোনো যানে এলপিজি সিলিন্ডার লোডিং বা আনলোডিং এর সময় উক্ত যানের চালক বা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত কার্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে হবে।

১০.১.৮ এলপিজি সিলিন্ডার বোঝাইকৃত কোনো যান নির্বিঘ্নে রাস্তায় চলাচল উপযোগী ও নিরাপদে এলপিজি সিলিন্ডার খালাসকরণে সক্ষম কি-না তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে যানটি নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

১০.১.৯ ইঞ্জিন এয়ার ইনটেক একটি কার্যকর ফ্লেম অ্যারেস্টারের সাথে লাগাতে হবে যা ইঞ্জিনের পাশ থেকে শিখা নির্গমন প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

১০.১.১০ স্থল যানে এলপিজি স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে উক্ত যানে সৃষ্ট স্থির বিদ্যুৎ (Static Charge) মুক্তকরণের নিমিত্তে যানটির সাথে আর্থিং সংযোগ প্রদান করতে হবে ও লোডিং/আনলোডিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সংযোগ বহাল রাখতে হবে।

১০.১.১১ লোডিং/আনলোডিং করার সময় ইঞ্জিন বন্ধ ও ব্যাটারি আলাদা করতে হবে, যানটি নিরাপদভাবে ও দক্ষতার সাথে থামাতে হবে এবং জরুরী পরিস্থিতিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চালককে উক্ত যানে অবস্থান করতে হবে।

CamScanner

১০.১.১২ প্রজ্বলনীয় এলপিজি বহন করা হচ্ছে মর্মে যানের তিন পার্শ্বে স্পষ্টভাবে বাংলায় সতর্ক সংকেত প্রদর্শন করতে হবে।

১০.১.১৩ যানবাহনের চালক লাইসেন্সধারী ও সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে।

১০.১.১৪ যাত্রীবাহী যানবাহনে এলপিজি পরিবহন করা যাবে না।

১০.১.১৫ অনুমোদনহীন যানবাহনে এলপিজি পরিবহন করা যাবে না।

১০.১.১৬ সিলিন্ডারের গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে ও সিলিন্ডারটি ভালোভাবে রং করা থাকতে হবে।

১০.২ নৌপথে এলপিজি পরিবহনের ক্ষেত্রে নির্দেশনা:

১০.২.১ এলপিজি পরিবহন যানে "ধূমপান বা আগুন নিষিদ্ধ" সতর্কবাণী সম্বলিত সাইনবোর্ড অথবা লেবেল লাগাতে হবে, যার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হবে অন্যূন ২৫ বর্গ সে. মি.।

১০.২.২ এলপিজি পরিবহন যানে বিপজ্জনক পদার্থ সংক্রান্ত ২৮৯ বর্গ সে. মি. (১৭ সে. মি. x ১৭ সে. মি.) আকৃতির লেবেল লাগাতে হবে।

১০.২.৩ কোনো যানে এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার লোডিং/আনলোডিং এর সময় ভারোত্তলনকারী কোনো চুম্বকীয় কৌশল ব্যবহার করা যাবে না।

১০.২.৪ এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার কোনো দাহ্য পদার্থ, অতি প্রজ্বলনীয় বা ক্ষয়কারী পদার্থ বা অন্য কোনো গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারের সাথে একত্রে বহন করা যাবে না।

১০.২.৫ এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনকালে যেন যানের বাইরে পড়ে না যায় বা যান চলাকালে সিলিন্ডার আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য উক্ত যানে সতর্কতার সাথে সিলিন্ডার রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.২.৬ নৌযানের চালককে লাইসেন্সধারী ও সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে।

১০.২.৭ পরিবহন যানে এলপিজিপূর্ণ সিলিন্ডার লোডিং/আনলোডিং এর সময় ধূমপান ও উন্মুক্ত আলো ব্যবহার করা যাবে না এবং প্রজ্বলনীয় এলপিজি বহন করা হচ্ছে মর্মে যানের তিন পার্শ্বে স্পষ্টভাবে বাংলায় সতর্ক সংকেত প্রদর্শন করতে হবে।

১০.২.৮ নৌযানের ডেকের পশ্চাৎভাগের খোল ও নাবিকদের বসবাস কক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাষ্প নিরোধী মজবুত নিচ্ছিদ্র খাড়া বেষ্টনী স্থাপন করতে হবে।

১০.২.৯ এলপিজি বোঝাইকৃত নৌযান বা উহা টানবার জন্য ব্যবহৃত কোনো নৌযান, স্টিমার বা টাগ বোটে ১৫ সেঃ মিঃ ব্যাসের সাদা বৃত্তযুক্ত ১ বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট লাল পতাকা সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে প্রদর্শিত থাকতে হবে।

CamScanner

১০.২.১০ এলপিজি বহনকারী নৌযান সর্বদা একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

১১.০ এ নির্দেশিকায় বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ে এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালার বিধান প্রযোজ্য হবে। নির্দেশিকার কোনো বিধানের ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে, বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা/ সিদ্ধান্তের জন্য কমিশনে প্রেরণ করতে হবে, এবং তৎসম্পর্কে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা/সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের আদেশক্রমে

ব্যারিস্টার মোঃ খলিলুর রহমান খান
সচিব, বিইআরসি।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd